ভোরের কাগজ

তারিখ 26 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র

বিধিনিষেধের বেড়াজালে নিষ্প্রাণ প্রাণবন্ত সংস্কৃতিচর্চা আর হয় না

রাশিদুল হাসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১ হাজার ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মিলন কেন্দ্র টিএসসি এখন প্রায় নিষ্প্রাণ। বহু আগে মেয়াদ উত্তীর্ণ ডাকসুর নির্বাচন না হওয়া, কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিধি-নিষেধ প্রভৃতি কারণে টিএসসি এখন প্রাণহীন পড়ে রয়েছে। ১৯৬১ সালে আমেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অনুদানে গ্রিক আর্কিটেক্ট প্রতিষ্ঠান 'ডক্সি ডায়াস কনসোর্টিয়াম' উন্নত দেশগুলোর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময়, অবসর কাটানোসহ অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে টিএসসি নির্মাণ করে। বর্তমানে টিএসসিতে ছাত্রছাত্রীদের অবাধ প্রবেশ ও অবস্থান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রশাসনের নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুমতিপ্রাপ্ত কিছু সংগঠনের নির্ধারিত অনুষ্ঠানের দিন ছাড়া অন্য দিনগুলোতে টিএসসি হয়ে পড়ে নিস্তব্ধ, প্রাণহীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে টিএসসির বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা বললে তারা এই চিত্রই তুলে ধরেন।

বিএনপি-জামাত জোট বিগত সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী নিয়োগ পেলে তিনি টিএসসির উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন আনেন। তিনি বিএনপি-জামাত সমর্থক শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কালামকে টিএসসির উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। অধ্যাপক আবুল কালাম উপদেষ্টা হওয়ার পর টিএসসির কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নতুন নীতিমালা প্রণয়নে একটি কমিটি গঠন করেন বলে জানা যায়। নতুন প্রণীত নীতিমালা ছাত্রছাত্রীদের মিলনমেলা, বিভিন্ন সংগঠনের সংস্কৃতিচর্চা বাধাগ্রস্ত করেছে বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন। উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল কালামই এখন টিএসসির সর্বেসর্বা বলে অনেকে অভিযোগ করে বলেছেন, টিএসসির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী উপাচার্য নিয়োজিত হওয়ার পর নতুন প্রবর্তিত নিয়মে বিকাল সাড়ে ৩টার পরে টিএসসিতে

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

বিধিনিষেধের বেড়াজালে নিষ্প্রাণ

● শেষের পাতার পর

ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া শুক্রবার বা অন্যান্য ছুটির দিনগুলোতে বন্ধ রাখা হয় টিএসসি।

এ ব্যাপারে নতুন প্রশাসনের বক্তব্য, টিএসসির অভ্যন্তরে ছাত্রছাত্রীদের অসামাজিক কর্মকাণ্ড এবং নেশার আখড়া বন্ধ করতে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করলে তারা জানায়, বহিরাগত দুএকজন ছেলেমেয়ের কারণে টিএসসিতে ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং আড্ডায় বাধাদান টিএসসি কর্তৃপক্ষের নিতান্তই অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত।

ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ঝড়-বৃষ্টির দিনেও টিএসসি কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্রয় নেওয়ার জন্য টিএসসির অভ্যন্তরে প্রবেশে বাধা দেয়। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর টিএসসিতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের কর্মকাণ্ডও বন্ধ হয়ে যায় বলে জানা যায়।

এদিকে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশি হামলার ঘটনায় তীব্র ছাত্র আন্দোলনে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর পদত্যাগের পর টিএসসির অভ্যন্তরে ছাত্রছাত্রীদের অবস্থানের সময়সীমা সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় বলে জানা যায়। তবে শুক্রবার বা ছুটির দিনে টিএসসির অভ্যন্তরে ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল রয়েছে।

টিএসসির মূল প্রবেশ পথের বামদিকে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রটিও বর্তমানে বন্ধ। এ স্থানটিতে সাইবার ক্যাফে নির্মাণ করা হবে বলে টিএসসি কর্তৃপক্ষ জানান। টিএসসির নতুন নিয়মনীতি প্রকৃত ও প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর কার্যক্রম সীমিত করলেও মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে এনজিও সেবাসহ কয়েকটি সংগঠনকে কক্ষ বরাদ্দ দিয়েছে।

বর্তমানে টিএসসির দ্বিতীয় তলার (পূর্বাংশ) দুটি বড় রুম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের অধীনে। টিএসসি ছাত্র-শিক্ষকদের কেন্দ্র হলেও শিক্ষকদের সাধারণত কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া টিএসসিতে দেখা যায় না।

টিএসসির বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, টিএসসিতে শিক্ষকরা যান না, কারণ সেখানে এখন কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় না। ছাত্রছাত্রীদের বিতর্ক, নাটক হলে শিক্ষকরা সে সব দেখতে টিএসসিতে যেতেন। তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবন নেই। তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচন না হওয়ায় টিএসসি প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না।

ডাকসু নির্বাচন হলে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টিএসসি ছাত্রছাত্রীদের পদভারে মুখরিত হয়ে উঠতো। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর বর্তমানে কোনো সাংস্কৃতিক জীবন নেই। এ জন্য টিএসসি প্রাণহীন জায়গায় পরিণত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, টিএসসি ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি।

টিএসসিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান এবং বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল কালাম বলেন, টিএসসি আসলে টিএসসি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ রয়েছে তা প্রোপাগান্ডা। অধ্যাপক আবুল কালাম বলেন, আমি একটা সংগঠনকেও উৎখাত